ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আনুশকার অভিনয় ছাড়ার গুঞ্জন — পৃঃ ৫

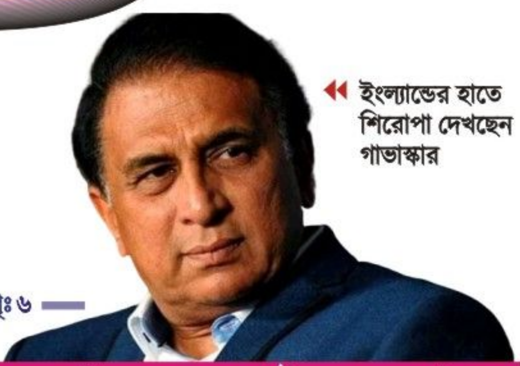

ইংল্যান্ডের হাতে শিরোপা দেখছেন গাভাস্কার — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৫ ● কলকাতা ● ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

রাজভবন অভিযানের সমর্থনে

বন্দর এলাকায় তৃণমূলের র‍্যালি

জযদীপ য়াদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, ১০০ দিনের কাজ এবং আবাসন প্রকল্পের ন্যায্য বকেয়া দাবিতে রাজভবন অভিযানে ফের থমকালো কলকাতা। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়ে নিত্যযাত্রীদের। বন্দর এলাকায়ও উক্ত রাজভবন অভিযানের সমর্থনে বিশাল র‍্যালি বের করায় বিভিন্ন সময় যানজটের সৃষ্টি হয়। র‍্যালি নেতৃত্ব দিচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি বাবলু করিম সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, দিল্লিতে মোদি সরকারের নির্দেশে বাংলার কণ্ঠস্বরকে যেভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হল একটি নৃশংসতা। গণতন্ত্রের জন্য বিপদের ঘন্টা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই ধরনের স্বৈরাচার চলতে থাকবে না এবং কেন্দ্রের হিটলারী সরকারের অবসান ঘটবে। জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে বিজয়ী বাংলার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছিল, তার জবাব বাংলার জনগণই দেবে, তা গোটা দেশ দেখেছে। তৃণমূলের র‍্যালি তে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক হাজী মাতলুব খান সহ অন্যান্যরা।

গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে, রাহুলই ভবিষ্যতে

দেশকে নেতৃত্ব দেবেন, মন্তব্য পওয়ারের

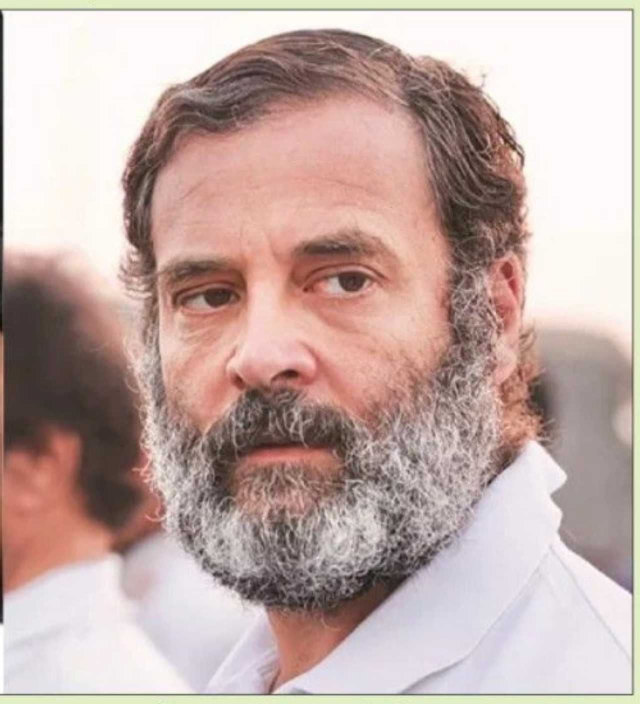

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাহুল গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে, ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। এই ভাষাতেই কংগ্রেস নেতাকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার । ক্ষমতায় এলে ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দেবেন কে? এই প্রশ্নের উত্তরেই তাতপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন এনসিপি প্রধান।৮২ বছরের রাজনীতিকের দাবি, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরবে। হরিয়ানাতেও ভাল ফল করবে কংগ্রেস। সেখানে তারা সরকার গঠন করলেও অবাক হব না।' উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের হারের কথাও উল্লেখ করেন পওয়ার। পাশাপাশি শরদের দাবি, তাঁর নেতৃত্বে এনসিপি মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ও কংগ্রেস পরের বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করবে।' ভাইপো অজিত পওয়ার এবং তাঁর অনুগামীদের কঠাক্ষ করেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক। মন্তব্য করেন, 'যে সব নেতা এনসিপি ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অপরাধ আড়াল করা।'টেনে আনলেন ভারত জোড়ো যাত্রার প্রসঙ্গও।

আবগারি দুর্নীতির মামলায় বুধবার গ্রেপ্তার হয়েছেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। বুধবার এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেপ্তারি ইন্ডিয়া জোটকে আরও শক্তিশালী করবে।' আপ নেতার গ্রেপ্তারিতে গেরুয়া শিবিরের নিন্দা করেন পওয়ার। এর পরই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পওয়ারের মন্তব্য, 'ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুল গান্ধীকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করছেন সকলে। একদিন উনি দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।'

বারবার ভৎর্সনার পর

হাইকোর্টে 'সাফল্য' তুলে ধরল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্ট থেকে নিম্ন আদালত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারবার ভৎর্সনার মুখে পড়তে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, প্রশ্ন উঠেছে অফিসারদের দক্ষতা নিয়েও। সম্প্রতি ইডি-র এক তদন্তকারী অফিসারকে নিয়োগ মামলা থেকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।বিচারপতির এই বক্তব্যের পরই ইডি হিসেব দেয়, গত কয়েক মাসে তারা ঠিক কী কী পেয়েছে তদন্তে। আইনজীবী উল্লেখ করেন, গত ১৫ মাসে ৫০ কোটি টাকা, ৫ কোটি টাকার সোনা, ৭১.৮ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে। ১২৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আইনজীবীর কথায়, দেশের ইতিহাসে এত টাকা কখনও বাজেয়াপ্ত করেনি ইডি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সহ প্রভাবশালীদের গ্রেফতার করার কথাও উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডি আরও জানায়, মামলাকারী অর্থাত অভিষেককে আগেই সমন পাঠানো হয়েছিল। তিনি সন্দেহভাজনের তালিকায় আছেন বলেও দাবি করে ইডি।

এ কথা শুনে বিচারপতি সেন বলেন, সমনে আমাদের আপত্তি নেই। ইডির হাতে তদন্ত স্বচ্ছ করার ক্ষমতা হাতে আছে বলেও মন্তব্য করেন

এরপর ৩ পাতায়

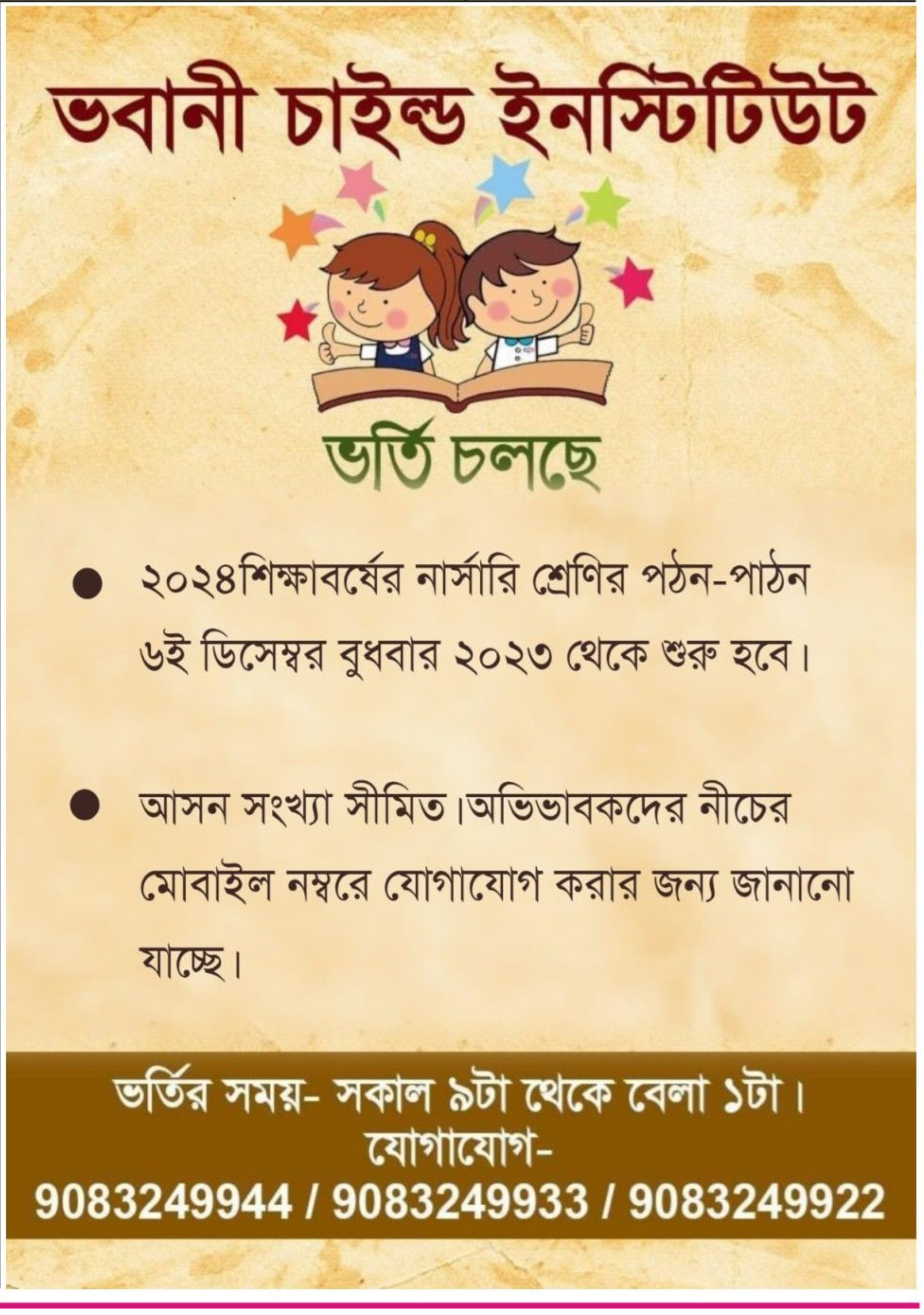

সময় আসছে, সপরিবারেই ভেতরে থাকতে হবে...' ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের গতি প্রক্রিয়া নিয়ে বারবারই প্রশ্ন তুলেছে বঙ্গ বিজেপি। আদালতেরও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইডি-সিবিআইকে ব্যবহারের অভিযোগে সুর চড়িয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।
প্রসঙ্গত, মিশন দিল্লি শেষ হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজভবন অভিযান তৃণমূল কংগ্রেসের। এই আবহেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবারও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে তলব করল ইডি। শুধু তিনিই নন। এবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির ডাক অভিষেক পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাঁকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আগামী ৯ অক্টোবর অভিষেককে তলব করেছে ইডি। এদিকে, রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়েছে আগামী ১১ অক্টোবর। প্রসঙ্গত, আগেই ৬ ও ৭ তারিখ ডাকা হয়েছে অভিষেকের মা লতা ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠিয়েছে ইডি। এই পরিস্থিতিতে ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব প্রসঙ্গে মুখ খুলল বঙ্গ বিজেপি।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিস প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সময় আসছে, সপরিবারেই ভেতরে থাকতে হবে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যেকেই যুক্ত। আদালতের পর্যবেক্ষণে তদন্ত হচ্ছে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সুকান্ত মজুমদারের কথায়, "ওই কোম্পানির সঙ্গে পরিবারের সবার নাম যুক্ত বলে আমরা জানতে পেরেছি। ভারতবর্ষের আইনের সেই শক্তি আছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিস ফের যদি উনি এড়িয়ে যান তাহলে আদালত এবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেই আমাদের মনে হচ্ছে।"

সিজনের সেরা ডিল! অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভাল-এ লাভার অগ্নি ২ মাত্র ১৭,৯৯৯/- টাকায় পাওয়া যাচ্ছে

- লাভা স্মার্টফোনস শুধুমাত্র অ্যামাজনের জন্য, ফেস্টিভ সিজন ডিল ঘোষণা করল
- অগ্নি ২ পাবেন মাত্র ১৭,৯৯৯/- টাকায়, যা সীমিত স্টকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য
- Blaze 5G- দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ৯,৯৯৯/- থেকে এবং ১০% পর্যন্ত ছাড়ও পেতে পারেন।

Kolkata, অক্টোবর 5, 2023: নিউজ সারাদিন : ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড লাভা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড উৎসবের মরশুমের তাদের বহু-প্রত্যাশিত ডিলগুলি নিয়ে এল শুধুমাত্র অ্যামাজনের জন্য। লাভার অগ্নি ২ অ্যামাজনে মাত্র ১৭,৯৯৯/- টাকার রেহাই মূল্যে পাওয়া যাবে।
সময়ের তুলনায় দৌড়ে সত্যিই এগিয়ে থাকা এই অগ্নি ২ স্মার্টফোন হল দেশের প্রথম ফোন যেখানে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭০৫০ প্রসেসর। এই শক্তিশালী প্রসেসরের দৌলতে এই ফোনে গেমিং ও অ্যাপের গতি অনেক দ্রুত হয়। অগ্নি ২-তে পাওয়া যাচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং নিজের শ্রেণীতে সেরা ১২০ ঐ-, ৬.৭৮-ইঞ্চি FHD+ কার্ভড AMOLED ডিসপ্লে! HDR, HDR 10 ও HDR 10+ এবং Widevine L1-এর সাপোর্ট থাকা ১.০৭ বিলিয়ন রঙের গভীরতা সম্পন্ন এই ডিসপ্লে অগ্নি ২-কে কার্যত অন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। অগ্নি ২-এর সুপার ৫০ মেগা পিক্সেল কোয়াড ক্যামেরায় রয়েছে শ্রেণীতে প্রথম ১.০-মাইক্রন (1 um) পিক্সেল সেন্সর- যা আরও বেশি আলো এবং বিশদ বিবরণ ক্যাপচার করে। অগ্নি ২ ফোনে থাকছে 8GB র‍্যাম যা কার্যত 16GB পর্যন্ত বাড়ানো যায় এবং 256 GB-র সেগমেন্ট-সেরা স্টোরেজ।
পারস্পরিক সহযোগ এবং উৎসাহের ফসল এই যুগান্তকারী অফার গ্রাহকদের কাছে স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতার সংজ্ঞাই বদলে দিতে চলেছে। SBI কার্ডে ২০০০ টাকা পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ছাড়ের ব্যাঙ্ক অফারও থাকছে।
অফারের বিবরণ:
লেনদেনের মাধ্যম : SBI Credit Card EMI Transaction , সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য : ২৫৯৯৯, ইভেন্ট মূল্য : ১৯৯৯৯, তাৎক্ষণিক ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট : ২০০০, কার্যকরী মূল্য* : ১৭৯৯৯*।
লেনদেনের মাধ্যম : SBI Credit Card Non-EMI Transaction, সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য : ২৫৯৯৯, ইভেন্ট মূল্য : ১৯৯৯৯, তাৎক্ষণিক ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট : ১৭৫০, কার্যকরী মূল্য* : ১৮২৪৯*।
লেনদেনের মাধ্যম : SBI Debit Card Transaction, সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য : ২৫৯৯৯, ইভেন্ট মূল্য : ১৯৯৯৯, তাৎক্ষণিক ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট : ১০০০, কার্যকরী মূল্য* : ১৮৯৯৯*।
এই উৎসবের মরশুমে গ্রাহকরা যাতে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য পেতে পারেন- তা নিশ্চিত করতে কোনও কসুর করছে না লাভা স্মার্টফোনস। অফারটিকে আরও সহজলভ্য করতে, কোম্পানি সুবিধাজনক আগাম-বুকিংয়ের বিকল্পও চালু করছে। আগাম-বুকিংয়ের সময় শুরু হবে, ৪ অক্টোবর 12 AM থেকে। গ্রাহকরা Amazon Pay ব্যবহার করে মাত্র ৯৯ টাকায় আগাম বুকিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের অগ্নি ২ স্মার্টফোন সুরক্ষিত করে ফেলতে পারেন। আগাম বুক করা ইউনিটগুলির জন্য রিডেম্পশন উইন্ডো শুধুমাত্র ৬ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১:৪৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এ ছাড়াও, অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে সীমিত স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফারটি অব্যহত থাকবে। প্রাইম মেম্বারদের জন্য ৭ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে আর্লি-অ্যাক্সেসও থাকছে।
বিস্ময়কর মোবাইল অগ্নি ২-এর পাশাপাশি, ব্লেজ ৫জি-র ফোনের জন্যেও লাভা একটি অফার এনেছে। গ্রাহকরা মাত্র ৯,৯৯৯ টাকায় এই ফোনটি পেতে পারেন। ডিসকাউন্ট অফারটি 6GB এবং 8GB ভেরিয়েন্টের ক্ষেত্রেও উপলব্ধ। গ্রাহকরা SBI কার্ড ব্যবহার করে মোবাইল কিনলে ১০% পর্যন্ত অতিরিক্ত ডিসকাউন্টও পেতে পারেন। লাভা ব্লেজ ৫জি মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭০০ প্রসেসর দ্বারা চালিত এবং এতে ৫,০০০ সঅয ব্যাটারি রয়েছে। ডিসপ্লের ক্ষেত্রে, স্মার্টফোনটিতে রয়েছে 90Hz রিফ্রেশ রেট-সহ একটি ৬.৫-ইঞ্চি HD+IPS স্ক্রিন।

দুবাই কর্পোরেশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কমার্স মার্কেটিং এবং রিয়াল মাদ্রিদ বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের ঘোষণা করলো

Kolkata. 5th October 2023: নিউজ সারাদিন : ভিজিট দুবাই এবং রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব ডি ফুটবল, যৌথ মূল্যবোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং নতুনত্বের প্রতি উৎসর্গ সহ দুটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড, একটি যুগান্তকারী অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে। এই বহু বছরের অংশীদারিত্ব দুবাই এবং রিয়াল মাদ্রিদের ফ্যানদের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ সক্রিয়তা, বিশেষ মুহূর্ত এবং অনন্য অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেবে। এই নতুন অংশীদারিত্ব উভয় প্রতিষ্ঠানকে নতুন বিকাশের সুযোগ প্রদান করবে এবং সম্প্রতি ঘোষিত দুবাই অর্থনৈতিক এজেন্ডা - ডি৩৩ -এর অধীনে দুবাইয়ের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের দিকে এগোতে সাহায্য করবে।
ইসাম কাজিম, সিইও, দুবাই কর্পোরেশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কমার্স মার্কেটিং এবং ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ, প্রেসিডেন্ট, রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব ডি ফুটবল, সিউদাদ রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি সালা দে জুটাসে একটি অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে অংশীদারিত্বের আনুষ্ঠানিকতা করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সিইও হোসে অ্যাঞ্জেল সানচেজ এবং রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের পরিচালক এমিলিও বুয়ারাগুয়েও।
ইসাম কাজিম, দুবাই কর্পোরেশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কমার্স মার্কেটিং (ডিসিটিসিএম) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব ডি ফুটবলের প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ সিউদাদ রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি সালা দে জান্তাসে একটি অনুষ্ঠানে এই আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেন।
এমিলিও বুট্রাগুয়েনো, রিয়াল মাদ্রিদের ইনস্টিটিউশনাল রিলেশনস ডিরেক্টর বলেন, "ক্লাবের প্রথম অফিসিয়াল ডেস্টিনেশন পার্টনার হিসেবে ভিজিট দুবাইয়ের সাথে অংশীদার হতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।
ইসাম কাজিম, সিইও, ডিসিটিসিএম, বলেন, "আমরা রিয়াল মাদ্রিদের সাথে বিশ্বব্যাপী অংশীদার হিসেবে এই নতুন যাত্রা শুরু করতে পেরে আনন্দিত।

১-ম পাতার পর

বারবার ভৎর্সনার পর হাইকোর্টে 'সাফল্য' তুলে ধরল ইডি

তিনি। এরপরই আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, ইডি খুব ভাল কাজ করছে। সংস্থার অফিসাররা দিন-রাত এক করে কাজ করছেন।

এবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে কার্যত নিজেদের সাফল্য তুলে ধরল ইডি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলার শুনানি চলাকালীন বৃহস্পতিবার ফের ইডি-র দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গত কয়েক মাস ধরে কী তদন্ত করা হয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি সৌমেন সেন। তখনই কার্যত সাফাই দিয়ে ইডি জানায়, কতটা ততপরতার সঙ্গে কাজ করছেন ইডি অফিসাররা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ মামলায় তলব করেছে ইডি। অভিষেক ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করায় আদালত বলেছে, সমন পাঠানোর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নথি যাচাই করা। সেগুলি খতিয়ে দেখে, তারপর প্রয়োজন হলে সমন পাঠানো যায় বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি। এদিন বিচারপতি সেন ইডিকে বলেন, "আপনি ডকুমেন্টস দেখুন। সেগুলি স্ক্যান করুন। প্রয়োজনে ডাকুন।" ইডি-র আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী আপত্তি জানিয়ে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে অভিষেককে। অভিষেক তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলেও দাবি করে ইডি। তখনই ভতর্সনা করে বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, "১৯ মাস কিছু করেননি। আগে ডকুমেন্টস চেক করুন। সেগুলি নিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করুন। তারপর ডাকুন।"

কেন্দ্রের মদতে পিসি- ভাইপোর দালালি করছে ইডি, আক্রমণ সুজনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে পথে নামল সিপিএম। সিজিও কমপ্লেক্সে ঘেরাওয়ের ডাক আগেই দেওয়া হয়েছিল। ইডি অফিসের সামনেই মঞ্চ বেঁধে সভা করলেন সুজন চক্রবর্তী, মহম্মদ সেলিমরা। রাজ্য দুর্নীতির আতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ। কিন্তু ইডি সেই অর্থে কোনও তদন্তই করছে না।বৃহস্পতিবার সিপিএমের একটি মিছিল শুরু হয় হাডকো মোড় থেকে। অপর মিছিলটি আসে সল্টলেক ফুটব্রিজ থেকে। প্রচুর সংখ্যক সিপিএম সমর্থক এই দুটি মিছিলে পা মেলান। সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্স থেকে কিছুটা দূরেই তৈরি ছিল মঞ্চ। সেখানেই সভা হয়। গোটা এলাকায় প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ মোতায়ন ছিল। নিরাপত্তার কড়াকড়িও ছিল যথেষ্ট। তবে এদিন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।এই অভিযোগ আরও একবার তোলা হল।

ফের পথে নামল সিপিএম। এবার খোদ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধেই সোচ্চার সিপিএম নেতৃত্ব। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে কয়লা - গোরুপাচার মামলা, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বাংলার শাসক দলের নেতারা। ইডি ও সিবিআই তদন্ত করছে সব কটি মামলারই। কিন্তু সঠিক লক্ষ্যে আর তারা পৌঁছাচ্ছে না বলে অভিযোগ।ইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সঠিক তথ্যতালাশ করছে না। লিপস এন্ড বাউন্ডস সংস্থার তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ইডি আধিকারিকরা গরিমসি করছেন। সঠিক পথে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে না। এই অভিযোগ খোদ কলকাতা হাইকোর্ট করেছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ইডির আধিকারিকদের উপর ক্ষোভপ্রকাশও করেছেন। আর সেই বক্তব্যকে সামনে রেখেই ময়দানে নামল বঙ্গ সিপিএম। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে ঘেরাও কর্মসূচি চলে। দুটি দিক দিয়ে সিপিএমের এই মিছিল আসে। রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তে গড়িমসির অভিযোগ তোলা হয়। এই সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান কর্মসূচিতে সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা অংশ নিয়েছেন। সুজন চক্রবর্তীর কথায়, ওরা দালালি করছে।কোর্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তারপরেও পিসি ভাইপোর দালালি করা হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির নির্দেশেই পিসি, ভাইপোকে সাহায্য করা হচ্ছে। আসলে ইডি, সিবিআই যে অপদার্থ, সেটা প্রমাণ করে দিল। সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমও কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রের মোদী সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সেটিং আছে। সে কারণেই এই রাজ্যে সঠিকভাবে কোনও তদন্ত হচ্ছে না। এই অভিযোগ সেলিমের কথায়। তিনি সংবাদমাধ্যমকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি।

ভারতে ডলফিন সংরক্ষণ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : শ্রীমতী লীনা নন্দন, কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের সচিব ডলফিন তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ভারতে এই সুন্দর প্রাণীর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনই আছে পরিবেশগত গুরুত্ব। এরা পরিচিত তাদের সক্ষমতা এবং মজার চরিত্রের জন্য। এর জন্য বন্যপ্রাণ প্রেমীদের কাছে এর আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি।

ভারতে উপকূল অঞ্চলে এবং মিষ্টি জলে বিভিন্ন ধরনের ডলফিনের বাস। এদের মধ্যে প্রধান দুটি শ্রেণী হ'ল-ইন্দো প্যাসিফিক হাম্পব্যাক ডলফিন এবং গ্যাঞ্জেটিক রিভার ডলফিন। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই ডলফিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গ্যাঞ্জেটিক রিভার ডলফিনের গায়ের রং গোলাপী এবং মিষ্টি জলে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এদের। এগুলি মূলত পাওয়া যায় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের শাখা নদীগুলিতে।

তবে, ডলফিন সংরক্ষণে অনেক সমস্যা আছে, যেমন - বাসস্থানের বিচ্ছিন্নতা, জল দূষণ, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য মানুষের উপদ্রব, বাঁধ, জলাধার এবং জলবায়ু পরিবর্তন। ভারতে ডলফিন সংরক্ষণের প্রধান সমস্যা এদের বাসস্থানের অবনমন। দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং ক্ষণস্থায়ী কৃষি কাজের ফলে হচ্ছে জলদূষণ, বাসস্থানের ধ্বংস-সাধন, নদী এবং জলাশয়ে জলের সরবরাহও কমছে। এই পরিবর্তনের ফলে ডলফিনের বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি অবশেষ, শিল্প বর্জ্য এবং গৃহস্থালী বর্জ্যের ফলে যে দূষণ ঘটছে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের। জল দূষণের পাশাপাশি, খাদ্যাভাব ঘটছে এবং তাদের খাদ্যের মধ্যে টকসিনের মাত্রা বেশি হওয়ায় সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের।

মাছ ধরার কারণেও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের। এমনকি, সমুদ্রে শিল্প বা শিল্পায়নের ফলেও ক্ষতি হচ্ছে। অনেক সময়েই মাছ ধরার জালে আটকে গিয়ে আহত হচ্ছে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। নদীতে বাঁধ বা জলাধার নির্মাণের ফলে জলের স্বাভাবিক স্রোত ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ডলফিনের সংখ্যা কমছে। এই ধরনের ঘটনার ফলে ডলফিনের জিনগত বৈচিত্র্য কমছে। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রজনন হওয়ায় বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলস্তর বৃদ্ধির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়ছে ডলফিনের উপর। বিভিন্ন জলে বিশেষ ধরনের মাছের উপস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে এবং তাদের বাসস্থানেরও ক্ষতি হচ্ছে।

এই গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিবেশের উন্নতির জন্য এবং মানুষের কল্যাণে ভারত সামুদ্রিক এবং নদীর ডলফিনের সংরক্ষণে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০২০-তে ভারত সরকার ডলফিন প্রকল্পের সূচনা করে। এর লক্ষ্য মিষ্টি জলের এবং সামুদ্রিক ডলফিনের সংরক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জলকে ডলফিনের বসবাসযোগ্য করে তোলা, ডলফিন গণনা এবং চোরা শিকার প্রতিরোধ। এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে মৎস্যজীবী এবং নদী ও সাগর-নির্ভর জনগোষ্ঠীগুলিকে। স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেরও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে নদী ও সাগরের দূষণ হ্রাসেও সহায়তা হবে। এছাড়াও, গ্যাঞ্জেটিক রিভার ডলফিনকে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর আখ্যা দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক। কেন্দ্রের 'ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিট্যাটস্থ কর্মসূচিতে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিতে ২২টি বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডলফিনকে। গঙ্গায় ডলফিনের বসবাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে সংরক্ষিত এলাকার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেমন, বিহারের বিক্রমশিলা ডলফিন স্যাংচুয়ারি। একটি সার্বিক কর্মপরিকল্পনা (২০২২, ২০৪৭) তৈরি করা হয়েছে, যাতে নদীর ডলফিন এবং তাদের বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এতে বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা ও মন্ত্রকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সেজন্য ভারতের ডলফিনের সংরক্ষণ একটি বহুমুখী উদ্যোগ। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, এনজিও, স্থানীয় মানুষ এবং জনগণের সমন্বিত প্রয়াস। বসবাসযোগ্য স্থানের অবনতি, দূষণ, মৎস্য শিকারের ফলে সৃষ্ট সমস্যা, শব্দ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে পারলেই একমাত্র সামুদ্রিক ডলফিন এবং সামুদ্রিক পরিবেশ দীর্ঘ মেয়াদে রক্ষা করতে পারবে ভারত। ভারতীয় জলাশয়ে এই সুন্দর প্রাণীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রয়াস।

ভারতে হোমিওপ্যাথির রাজধানী পশ্চিমবঙ্গ, এখান থেকেই এই চিকিৎসা পদ্ধতি

সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে : আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী

কলকাতা, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্ষদ আজ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসারের প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত ডাঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জী আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শহরে পূর্বাঞ্চলের হোমিওপ্যাথি সম্মেলনের আয়োজন করে। রোগীর চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিকে প্রাথমিক পছন্দ করে তোলার লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পূর্বাঞ্চলের জন্য আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মহেন্দ্রভাই মঞ্জুপারা। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে যে গবেষণাগুলি চলছে তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সরকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ বিকাশ এবং আয়ুষ সম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও ওষুধ তৈরির বিষয়ে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তিনি আর-ও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে ভারতের রাজধানী।

এখান থেকে এই চিকিৎসা পদ্ধতি দেশের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাঃ মহেন্দ্রভাই বলেন, সমগ্র বিশ্বের সামনে হোমিওপ্যাথির সুফলকে তুলে ধরার সময় এসেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য আরও বিস্তারিত গবেষণায় জোর দেবার কথাও বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণায় ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ। উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার ওপরও জোর দেন তিনি। মন্ত্রী আয়ুষ মন্ত্রক গৃহীত বিভিন্ন আয়ুষ ঔষধি প্রসঙ্গে উদ্যোগগুলির কথাও উল্লেখ করেন তাঁর বক্তব্যে। হোমিওপ্যাথিতে উন্নতমানের গবেষণার জন্য আয়ুষমন্ত্রক ইতিমধ্যেই বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। সিসিআরএইচ জনপরিষেবা, অতিমারী মোকাবিলা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা, হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা এবং বহির্বিভাগে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার প্রশংসা করেন আয়ুষমন্ত্রী। শিক্ষাদান বা গবেষণা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কাজের মান ক্রমাগত উন্নত করার জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান ডাঃ মঞ্জুভাই। এবারের এই সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল "হোমিও পরিবার, সকলের স্বাস্থ্য, এক স্বাস্থ্য, এক পরিবার"। যে কোন পরিবারের সকল সদস্যের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরে এই সম্মেলনে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি পরিবার যেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিকেই প্রাথমিক পছন্দ করেন, সেবিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারের সম্মেলনে। অনুষ্ঠানে হোমিওপ্যাথির গবেষণার কেন্দ্রীয় পরিষদ (সিসিআরএইচ) এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি, খড়গপুর ও জাতীয় হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠান (এনআইএইচ) ও আইআইটি খড়গপুরের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সিসিআরএইচ-এর মহানির্দেশক ডাঃ সুভাষ কৌশিক, এনসিএইচ-এর চেয়ারপার্সন ডাঃ অনীল খুরানা, এনআইএইচ-এর নির্দেশক ডাঃ সুভাষ সিং, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ রতিন চক্রবর্তী, আয়ুষ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ডাঃ সঙ্গীতা দে দুগার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭৫ সংখ্যা ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ শুক্রবার ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সাংসদ, বিধায়কদের 'রক্ষাকবচ' নিয়ে রায় সংরক্ষিত সুপ্রিম কোর্টে

টাকার বিনিময়ে আইনসভায় নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করা, প্রশ্ন তোলা বা ভোটাভুটিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সাংসদ-বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যাবে কি না, সে বিষয়ে রায় সংরক্ষিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত রায় সাময়িক ভাবে সংরক্ষিত রাখার কথা জানিয়েছে।প্রসঙ্গত, পিভি নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির সময় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র কয়েক জন সাংসদ টাকা নিয়ে ভোট দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই মামলাতেই ১৯৯৮ সালে শীর্ষ আদালত অভিযুক্ত সাংসদদের ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে ততকালীন প্রধান বিচারপতি আইনসভার অন্দরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপের উপর 'আইনি রক্ষাকবচ' নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিষয়টি পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠিয়েছিল। তারই জেরে সাত বিচারপতির বেঞ্চে গিয়েছে রায় পুনর্বিবেচনার ভার।১৯৯৮ সালে শীর্ষ আদালতের রায়ে জানানো হয়েছিল, সংসদ বা বিধানসভায় টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রশ্ন করার অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংসদ-বিধায়কের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যাবে না। কিন্তু গত ২০ সেপ্টেম্বর আড়াই দশকের পুরনো সেই রায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। ১৯৯৮ সালের সেই রায় পুনর্বিবেচনার ভার দেওয়া হয়েছিল সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চকে।

শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানি-পর্বে কেন্দ্রের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ১৯৯৮ সালের রায়ের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের ১০৫(২) ধারার উল্লেখ করে তিনি জানান, কোনও সাংসদ বা বিধায়ক সংশ্লিষ্ট আইনসভার অন্দরে কোন বিষয় উত্থাপন করবেন, কোন বিতর্কে অংশ নিয়ে বক্তৃতা করবেন বা কাকে ভোট দেবেন, তা আদালতের বিবেচনার এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে না।

খলিস্তানি বিতর্কের মাঝেই কানাডার

হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খলিস্তানি কাঁটায় সংঘাতে জড়িয়েছে ভারত ও কানাডা। দিন দিন জোরাল হচ্ছে বিতর্ক। এর মাঝেই কানাডার হিন্দু মন্দিরে হামলা চালানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করল ট্রুডো প্রশাসন। প্রসঙ্গত, খলিস্তানপন্থীদের পাশাপাশি নিজ্জর খুন নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই সুর চড়িয়েছে কানাডা সরকার। গত মাসে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়।

গত আগস্ট মাসে কানাডার সুরেতে হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর চালিয়েছিল খলিস্তান সমর্থকরা।লাগানো হয় ভারতবিরোধী পোস্টারও। সেই ঘটনায় প্রথম গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। এই বিষয়ে কানাডা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ১২ আগস্টের ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে আপাতত তাকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'উল্লেখ্য, গত ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ-কলম্বিয়ার সুরে শহরে একটি গুরুদ্বারের কাছে গুলি করে হত্যা করা হয় কুখ্যাত খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে। হলুদ পতাকাধারীরা খলিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধানকে খুনের অভিযোগ তোলে ভারতের দিকে। তার পর থেকেই কানাডায় আরও তীব্র হয়ে ওঠে ভারতবিরোধী আন্দোলন। হামলা চালানো হয় সেদেশের একাধিক হিন্দু ধর্মীয়স্থানে। গত ১২ আগস্ট ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুরেতে অবস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। মন্দিরের ফটকে লাগানো হয় পোস্টার। যেখানে লেখা ছিল, '১৮ জুনের হত্যাকাণ্ডে ইন্ডিয়ার হাত নিয়ে তদন্তে করছে কানাডা।' সঙ্গে ছিল নিজ্জরের ছবি। আরেকটি পোস্টারে ওটয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের ছবি ও নাম দিয়ে 'ওয়ান্টেড' লেখা হয়।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

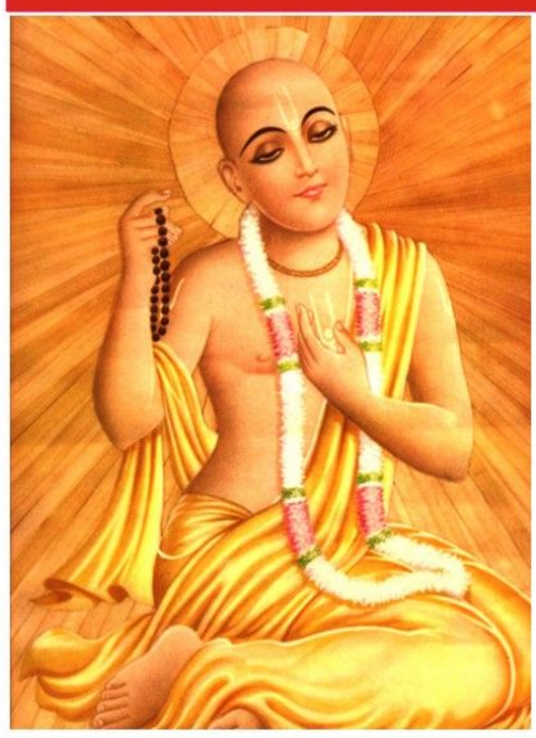

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু সেই মানুষটির পূর্বপুরুষদের কে বা কারা ছিল সে কথা না লিখলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চৈতন্যদেবের পিতা-মাতা জগন্নাথ মিশ্র ও অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের অধিবাসী। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পূর্ব বাংলার শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ শহরের (অধুনা সিলেট, বাংলাদেশ) আদি বাসিন্দা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

সঙ্গে যুক্ত। তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে।

কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতাওদেবী তারার কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। ওদেবী তারা তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি।সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান তার নাম হয়েছে তারাপীঠ।তারাপীঠের মন্দিরের দু'শো বছর পূর্ণ হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথাটা আংশিক সত্য। কেননা তারাপীঠের মন্দিরের ইতিহাসকে দুশো বছরের মধ্যে আটকানো যায় না। তার ইতিহাস প্রাচীন, আবছায়া, অস্পষ্ট এক অতীতের মধ্যে মিশে আছে। একদিকে পুরাণ আর একদিকে ইতিহাস। একদিকে লোককথা, অন্যদিকে দলিল। সব মিলেই তারাপীঠের মন্দির এবং তারামায়ের কাহিনী একাকার হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসকার শুধু প্রমাণ খুঁজতে গেলে অতীতের আবছায়া কাহিনীগুলোকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে ভক্তপ্রাণ বাঙালি হৃদয় সেসব আত্মসাৎ করে বসে আছে। তাই আপাতভাবে মন্দিরের দু'শো বছর কথাটা আংশিক সত্য। ইতিহাসকার থাকুন ইতিহাস নিয়ে, ভক্ত থাকুন তাঁর আপন বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের উপরে অবলম্বন করেই মা ইচ্ছায় এই মন্দিরটি তৈরি হয় তারাপীঠ।

এভাবেই তারাপীঠে প্রথম মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুরাণের। সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড

করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক একটি সতীপীঠ গড়ে ওঠে। সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা বা প্রজ্ঞানয়ন পড়েছিল তারাপীঠের সেই শ্বেতশিমূল গাছের নীচে। পুরাণের কাহিনী থেকে আরও জানা যায়, সতীহারা শিব দেবীকে কামনা করে এখানে এসে সাধনা করেন। তিন লক্ষ জপ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তারা বলেছিলেন, তিনি আবার উমারূপে তাঁর কাছে স্ত্রী রূপে যাবেন। আরও জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠ বিষ্ণুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখানে এসে সাধনা করেছিলেন। সেই শ্বেতশিমুল, গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। তিনি সাধনলাভ করেছিলেন আশ্বিন মাসের কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে। আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, জয়দত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রথম যেদিন দেবীর পুজো করেছিলেন, সেদিনটাও ছিল কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী। আজও এই বিশেষ দিনে তারামায়ের পুজো ধুমধাম করে হয়।আমার গবেষণায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তারা মায়ের মন্দির কে নিয়ে।রাণ থেকে মধ্যযুগ হয়ে ফেরা যাক আধুনিক বাস্তবের ইতিহাসে। জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন।অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন, 'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি।মায়ের অবতার ও মায়ের মহিমা আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার ইতিহাস জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে।মা তারা যে সেখানে ছিল ,আজও আছে ,সারা বিশ্বে তার মহিমা ছড়িয়ে গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী কাছে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান হিসাবে আমরা দেখি ,সবই মায়ের মহিমা।তারাপীঠের বর্তমান মন্দির মল্লারপুরের জমিদার স্থাপন করলেনও গল্পের শুরু জয়দত্ত সদাগরের কথা হতে। আজও মুখে মুখে চলে আসছে তাঁর কাহিনী। আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন বীরভূমের রত্নাগড় নিবাসী। একবার তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ, অর্থ লাভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। চলার পথে অসুস্থতায় মৃত্যু হল তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের। বাড়ি ফিরেই ছেলের অন্ত্যেষ্টি করবেন স্থির করে তিনি মাঝিদের বললেন, পুত্রের দেহটাকে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রাখতে। তাতে পচন ধরবে না। এদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। রাত্রিটা তাই পথেই বিশ্রাম নিতে হবে। চলতে চলতে থামলেন এক বিশাল জঙ্গলের পাশে। স্থানটির নাম চণ্ডীপুর।

রাতে ঘুম নেই জয়দত্তের। মৃত ছেলের দেহ আঁকড়ে রাত জাগছেন তিনি। সেই সময় তারামা এক কুমারী মেয়ের রূপ ধরে নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কালো রূপে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। রাত্তির আকাশজুড়ে অপূর্ব এক জ্যোতি। অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি জয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ও বাছা, এত নৌকা ভরে কী নিয়ে চলেছো গো?' পুত্রশোকে জয়দত্তের মন ভারাক্রান্ত ছিল। তাই তিনি রাগত স্বরে মেয়েটিকে বললেন, 'ছাই আছে'। সে কথা শুনে মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়দত্ত দেখলেন তাঁর নৌকার সব বাণিজ্যসামগ্রী, অর্থ ছাইতে পরিণত হয়েছে। পরদিন সকালে মাঝিরা রান্নায় বসল। খেয়েদেয়ে নৌকা নিয়ে যাত্রা করতে হবে। কাটা শোল মাছ কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'মাগো দেখা দে। কে তুই মাগো আমাকে এমন পরীক্ষা করে গেলি। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দে।' সেদিন রাতেই স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এলেন সেই মেয়েটি। তাঁকে দেখে জয়দত্ত বললেন, 'পুত্র মলো ধন ছাই কিসের লাগিয়া।' কুমারী মেয়ে রূপী তারা মা তাঁকে বললেন, 'ভবানী বলেন সাধু না হও কাতর /প্রাতে উঠি পাবে ধন নৌকার ভিতর।' সেই সঙ্গে তারা মা তাঁকে বললেন, কুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছড়ালেই সে বেঁচে উঠবে। সকালে জয়দত্ত তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন এবং বশিষ্ঠকুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছেটাতেই ছেলে 'তারা তারা' বলে বেঁচে উঠল। ছেলের মুখে তারা নাম শুনে বিস্মিত জয়দত্ত বুঝতে পারলেন দেবী তারার অলৌকিক কৃপার কথা। পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তিনি সারাদিন বসে তারা মায়ের জপ করতে লাগলেন। রাতে আবার দেবী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত। কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শুধু তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। তার নিত্যপূজাও দরকার। তাই জয়দত্ত কাছেই মহুলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেন।তবে বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বিরাজমান, সেটি আমরা নিজে চোখে দেখে আসতে পারি তারাপীঠে গিয়ে ও।তারাপীঠের মহাশ্মশানের দ্বিতীয় রহস্য লুকিয়ে আছে শ্মশান-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর জলে। এই নদী উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ এর স্রোত বইছে উত্তর দিকে। হিন্দু ধর্মে উত্তরবাহিনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, ভারতের প্রায় সব নদীই নেমেছে উত্তর দিকে স্থিত হিমালয় থেকে। অতএব, তাদের ধারা কখনই উত্তর অভিমুখী হবে না। হলে তা বইবে উল্টো খাতে। একমাত্র কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর বীরভূমে দ্বারকা। তাই দ্বারকা নদী মহাশক্তির উৎস। এই নদীজলে স্নান করলেই সিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন মানুষ। দূর হয় সব পাপ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আনুশকার অভিনয় ছাড়ার গুঞ্জন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় তারকা আনুশকা শর্মা দ্বিতীয় বারের মতো মা হতে চলেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, বর্তমানে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিনি। যদিও মা হওয়ার খবরটি এখনও সেভাবে প্রকাশ করেননি বিরাট-আনুশকা। তবে খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন এই তারকা দম্পতি।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, সন্তান জন্মের পরেই নাকি অভিনয় থেকে বিদায় নিতে পারেন তিনি। এ নিয়ে জোর চর্চা চলছে বলিপাড়ায়। অভিনয় ছাড়ার গুঞ্জনে হতাশ তার ভক্তরাও। সত্যিই কি দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর অভিনয় ছেড়ে দেবেন আনুশকা? এমন প্রশ্ন রহস্যের দানা বেঁধেছে নেটিজেনদের মনে।

আনুশকার কাছ থেকে সুখবরটি শোনার জন্য রীতিমতো মুখিয়ে রয়েছেন তার অনুরাগীরা। এর মাঝেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আনুশকার পুরনো এক ভিডিও। যে সাক্ষাৎকারে পেশা ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। ওই সাক্ষা

ৎকারে আনুশকা বলেন, বিয়ে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি বিয়ে করে সন্তান মানুষ করতে চাই। এমনকি বিয়ের পর কাজ করারও ইচ্ছা নেই। পরিবারকে পুরো সময়টা দিতে চাই।

যদিও বিয়ের পর তেমনটা হয়নি। মেয়ে হওয়ার পরেও দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আনুশকা। সঙ্গে আবার রয়েছে তার প্রযোজনা সংস্থাও। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই মনে করছেন, দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর হয়তো শুধুই সংসারে মন দেবেন আনুশকা। অভিনয় থেকেও বিদায় নিতে পারেন এই অভিনেত্রী।

ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, বিরাট-আনুশকা আগের বারের মতোই এই খুশির খবরের কথা ঘোষণা করবেন। তবে গত বারের মতোই একটু শেষের দিকে। তাই তার আগে মা হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখতে চাচ্ছেন এই তারকা দম্পতি। সম্প্রতি নিজের বাড়িতে গণেশ পূজার অনুষ্ঠানেও শাড়ি কিংবা ঢিলেঢালা চুড়িদারেই দেখা গেছে আনুশকাকে। ক্যামেরার থেকে বেবি বাম্প আড়ালে রাখতেই পোশাক নির্বাচনে বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করেন তিনি।

জওয়ানদের 'জওয়ান' দেখার আয়োজন 'শাহরুখ খান স্কোয়াডের'

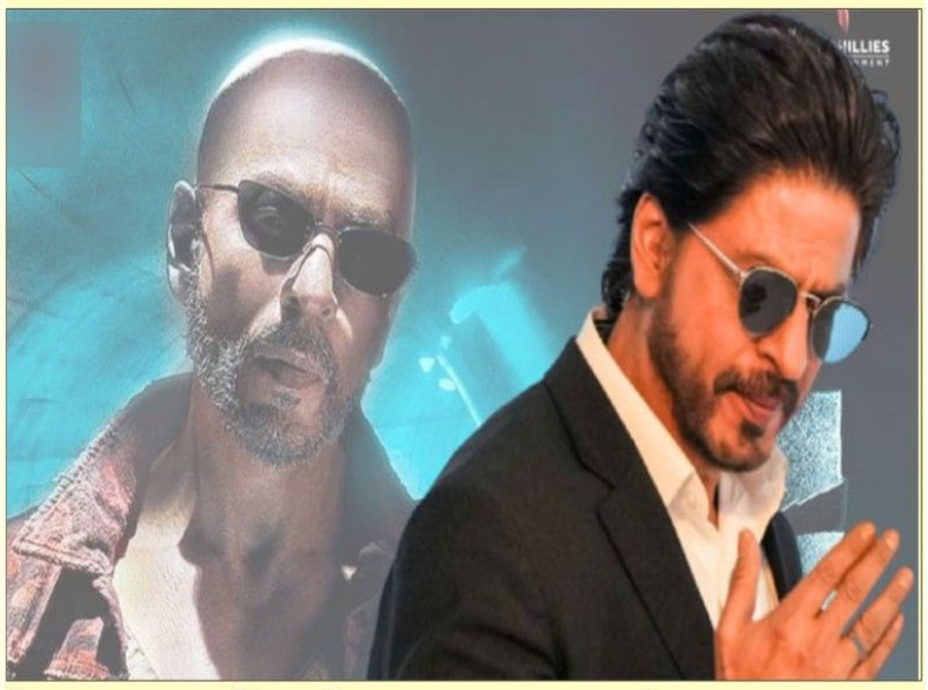

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১ হাজার কোটি রুপির ব্যবসা। 'পাঠান'-এর রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে 'জওয়ান'। ৪ সপ্তাহ ধরে প্রেক্ষাগৃহে একাই রাজত্ব করছেন শাহরুখ খান।

আর শাহরুখের এই সাফল্যেই উচ্ছ্বসিত কলকাতার ফ্যান ক্লাব 'শাহরুখ খান স্কোয়াড'-এর সদস্যরা। চার বছরের খরা কাটিয়ে পর পর 'হিট'।

হাজার কোটির ক্লাবে ঢোকা 'জওয়ান' ছবির সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে তাই অভিনব উদ্যোগ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে 'জওয়ান' দেখার আয়োজন করল 'শাহরুখ খান স্কোয়াড'।

ভবানীপুরের বিজলি সিনেমায় দুপুরের শো দেখলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেশ কয়েক জন সদস্য। আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম প্রসেনজিৎ কর গণমাধ্যমকে জানালেন, শাহরুখের ছবি মুক্তি পেলে আমরা প্রথম দিনের প্রথম তো শো দেখিই, তার সঙ্গে নানা রকম ইভেন্ট করে থাকি।

'জওয়ান'-এর এই এক হাজার কোটির সাফল্য উদ্যাপনের জন্য অভিবন কিছু করার কথা ভাবছিলাম। তখনই জওয়ানদের নিয়ে 'জওয়ান' দেখার পরিকল্পনা করলাম।আমরা খুশি, ভারতীয় সেনারা আমাদের অনুরোধ রেখেছেন।

সেনাবাহিনীর এক কর্তা বলেন, আমরাও চাই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে জওয়ানদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পথ তৈরি করে দিয়েছে এই ছবি। এভাবে আগামী দিনেও আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

শুটে গিয়ে কুপ্রস্তাব পেয়েছিলেন এষা গুপ্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী হিসাবে বছর দশেক আগে বলিউডে পা রাখেন এষা গুপ্ত। অভিনেত্রী হওয়ার এই জার্নিতে কম হয়রানির শিকার হতে হয়নি এষাকে।

২০১২ সালে 'জন্নত ২' ছবির মাধ্যমে নায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ এষা গুপ্তের। কুণাল দেশমুখ পরিচালিত ছবিতে বলিউড অভিনেতা ইমরান হাশমির সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন এষা।

প্রথম ছবিতে অভিনেত্রী হিসাবে তেমন ভাবে নজর কাড়তে পারেননি এষা। তা সত্ত্বেও অভিষেকের পর থেকে একের পর এক ছবিতে সুযোগ পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে। এ বিষয়ে এষা বলেন, একাধিক বার কাস্টিং কাউচের হাতে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাকে।

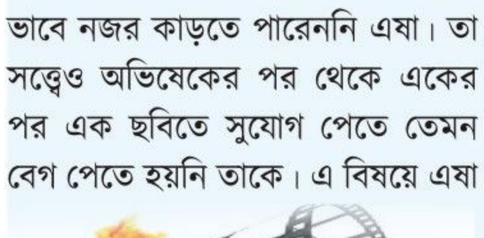

এক সাক্ষাৎকারে এষা জানান, নিজের এক দশকের অভিনয় জীবনে নাকি এখনও পর্যন্ত প্রায় ১২টি কাস্টিং কাউচের হেনস্থার শিকার হয়েছেন তিনি। এক ছবির সেটে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন ছবিরই সহ-প্রযোজক।

অভিনেত্রী বলেন, ছবির কাজ তখন প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আমাকে সেই সময় ছবির সহ-প্রযোজক বলছেন, আমি যদি ছবির বদলে তাকে কোনও কিছু সুবিধা না দিতে পারি, তা হলে আমাকে ছবিতে নিয়ে লাভ কী! আমি তার পরে আর ওই ছবিতে কাজ করিনি।ওই ঘটনার পরে নাকি অনেক ছবিনির্মাতা অভিনেত্রীকে নিজের ছবিতে নেননি, দাবি এষার।

আরও এক বার মুম্বইয়ের বাইরে শুট করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়েছিলেন এষা। একে অচেনা জায়গা, তার উপর তিনি একা। তবে ওই বার আর ছবি ছেড়ে বেরোননি এষা। বরং নতুন এক ফন্দি এঁটেছিলেন তিনি। এষা বলেন, আমিও মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ধরি। আমি সেই বার আমার ঘরে একা থাকিনি। আমার রূপসজ্জা শিল্পীকে বলেছিলাম আমার ঘরে এসে থাকতে।

বার বার কেন এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এষা? অভিনেত্রীর বক্তব্য, আমি তো কোনও নামজাদা ফিল্মি পরিবারের সদস্য নই। কোনও তারকাসন্তানের সঙ্গে এমন কিছু হলে, তারা মা-বাবা তো ওই পরিচালক-প্রযোজকদের মেরেই ফেলতেন। এই বিষয়টা তারা জানেন। সেই কারণে তাদের কেউই তারকাসন্তানদের দিকে চোখ তুলেও তাকান না।

শুভশ্রীর ৪০ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর মাত্র মাস দুয়েকের পরই দ্বিতীয় সন্তানের মা হচ্ছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ে। ডিসেম্বরে প্রসবের দিন নির্দিষ্ট রয়েছে নায়িকার। ভরা প্রেগন্যান্সিতেও নিয়মমাফিক শরীরচর্চা চলছে নায়িকার। সম্প্রতি তারই ঝলক ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তিনি। জিম থেকে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওটির ক্যাপশনে শুভশ্রী লেখেন, 'কোনো অজুহাত নয়। আট মাসের প্রেগন্যান্সি। জীবনকে উপভোগ করছি।' একইসঙ্গে অভিনেত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর জিম ট্রেনারকে তাঁকে এতটা মোটিভেট করার জন্য।

শুভশ্রীর এই অনুপ্রেরণামূলক পোস্টে প্রশংসার চেয়ে কটাক্ষই ধেয়ে এসেছে বেশি। ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা জিমে এইভাবে কসরৎ করছে, দেখেই থ অনেকে। আসলে মাতৃত্বকালীন সময়ে জিম! এটা অনেকের কাছেই অভাবনীয়।

কেউ লেখেন, 'বেশি শো অফ', কারও মতে 'অতিরিক্ত মডার্ন লাইফস্টাইল, কেন এগুলো সন্তান প্রসব করার পর জিম করা যাবে না?' বিদ্রুপ-কটাক্ষের পালটা জবাব দেননি শুভশ্রী।

তবে হাজারো নেতিবাচক মন্তব্যের তীরে শুভশ্রী চুপ থাকলেও একটি কবিতা পাঠ করেছেন জনপ্রিয় আবৃত্তিকার পারোমিতা। যে কবিতার মূল বক্তব্য তিনি বলেন, “মেয়েরাই মেয়েদের জাজ করে”।

যেভাবে শুভশ্রী সমালোচিত হচ্ছেন, তা নিয়েই এই কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন পারোমিতা। সন্তানের ভালো কীসে হবে তা যে একজন মা-ই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন, সেই বক্তব্যই ছিল ওই কবিতায়।

অপরদিকে ওই কবিতায় শেয়ার করে পারোমিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ। পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীর জিম করা নিয়ে যতই কটাক্ষ হোক না কেন, তিনি স্ত্রীর পাশেই আছেন।

বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ,
ক্ষোভ উগরে দিলেন চাহাল

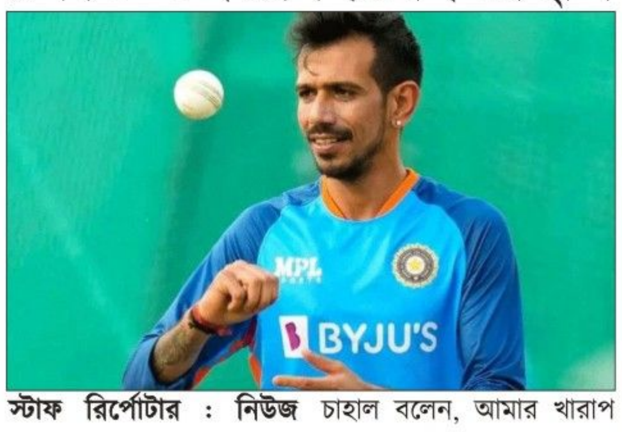

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকলেও, একটিও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি যুজবেন্দ্র চাহাল। আর এবার বিশ্বকাপের দল থেকেও ছাঁটাই হয়েছেন এই লেগ স্পিনার। চাহালের বাদ যাওয়ায় ক্রিকেট দুনিয়া তোলপাড়। এমন পরিস্থিতিতে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার।

বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন ভেঙে গেলেও, ঘরে বসে নেই এই লেগ স্পিনার। বরং তিনি ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। কেন্টের হয়ে খেলছেন কাউন্টি ক্রিকেট। সেখানে একটি সংবাদমাধ্যমকে চাহাল বলেন, এটা তো বিশ্বকাপ। ১৫ জনের বেশি তো দলে নেওয়া যায় না। তাই বাদ গেলাম। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে তিনটি আইসিসি ইভেন্ট চোখের সামনে থেকে চলে গেল। পারফরম্যান্স থাকার পরেও তাকে কাপ যুদ্ধের দলে সুযোগ দিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তাই নিজের ক্ষোভও লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। ঘটালেন বিস্ফোরণ। চাহাল বলেন, আমার খারাপ লেগেছে। বিশ্বকাপের দলে জায়গা না পেয়ে খুবই খারাপ লেগেছে। তবে সেটা নিয়ে ভাবলে তো চলবে না। এগিয়ে যেতেই হবে। সত্যি বলতে এই সব ব্যাপারগুলো আমার গা সওয়া হয়ে গেছে! আর তাই ঘরে না বসে থেকে কাউন্টি খেলতে চলে এলাম। কারণ ক্রিকেট খেলাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

[ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে ব্রাত্য করলেও, কেন্টের হয়ে দারুণ পারফরম্যান্স করছেন এই লেগ স্পিনার। নটিংহ্যামশায়ারের বিরুদ্ধে ৬৩ রানে ৩ ও ৪৩ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধেও তিনি সফল। প্রথম ইনিংসে ৭০ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ৭০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

এখনও তার টেস্ট অভিষেক ঘটেনি। তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার। তবুও চাহালের কেরিয়ার থেকে তিনটি বিশ্বকাপ বাদ চলে গেল! এহেন চাহাল কি আবার ভারতীয় দলে ফিরতে পারবেন? ফিরলেও কি বিশ্বকাপ দলে না থাকার যন্ত্রণা কি তার কমবে? প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল।

আফ্রিদির বিরুদ্ধে রোহিতকে সতর্ক থাকার পরামর্শ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার ও সর্বকালের অন্যতম সেরা ডেইল স্টেইন। প্রতিপক্ষের কাছে ছিলেন ত্রাসের মতো। আগুনে গতিতে বয়াটারের রাতের ঘুম কেড়ে নিতেন। সেইহেন স্টেইন এবার আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য তার পাঁচ ফেভারিট বোলারের নাম জানিয়ে দিলেন। প্রোটিয়া এই স্পিডস্টার বলছেন, বিশ্বকাপ যুদ্ধে আগুন ঝলসাবেন তারা। স্টেইনের পছন্দের পেসারদের নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে আইসিসি। সেখানে স্টেইন বেছে নিয়েছেন ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড থেকে একজন করে। স্টেইনের তালিকায় সবার আগে রয়েছেন ভারতের মোহম্মদ সিরাজ। যিনি এই মুহূর্তে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর পেসার। সিরাজ ছাড়াও স্টেইন রেখেছেন পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি, নিউজিলয়ান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা ও ইংল্যান্ডের মার্ক উডকে। স্টেইন আরও বলছেন যে, আসন্ন বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট শিকারি হতে পারেন কিউয়ি পেসার বোল্ট। অন্যদিকে স্টেইন আবার রোহিত শর্মাকে সতর্ক করেছেন শাহিন আফ্রিদির বিরুদ্ধে খেলার সময়ে। প্রসঙ্গত, ১২ বছর পর ফের ভারতে বিশ্বকাপ। এবার ওয়ার্মআপ ম্যাচ নিয়ে মোট ১২টি শহরের ডজন ভেন্যু বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৮ ম্যাচের বিশ্বযুদ্ধের আসর চলবে- আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, ধরমশালা, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা, লখনউ, মুবাই ও পুণেতে। তিরুঅনন্তপুরম ও গুয়াহাটিতে হবে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি।

৬৫০ নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,
কে এই ক্রিকেটার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এমন এক সময় ছিল যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে দেখে সবাই ভয়ে কাঁপত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের আরও একটা জিনিস দেখার মতো ছিল। সেটা ক্রিকেটারদের লাইফস্টাইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিকাংশ ক্রিকেটারই বিতর্কিত লাইফস্টাইল ভালোবাসেন। তেমনই একজন ক্রিকেটার হলেন টিনো বেস্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের এই সাবেক পেসার তথা গেইল, ব্র্যাভো এবং পোলার্ডের এই সতীর্থ ২০১৬ সালে আত্মজীবনী 'মাইন্ড দ্য উইন্ডোজ : মাই স্টোরি' প্রকাশ করেছিলেন। সেখানেই তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রায় ৬৫০ নারীর শয্যা সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। আর সেকারণেই তিনি নিজেকে 'ব্ল্যাক ব্যাড পিট' বলেও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি নিজেকে বিশ্বের সবথেকে সুন্দর ন্যাড়া মাথার পুরুষ বলেও সম্বোধন করেন।

তিনি লিখেছিলেন, আমি নারীদের ভালোবাসি। তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি নিজেকে বিশ্বের সবথেকে সুন্দর ন্যাড়া মাথার পুরুষ বলেও মনে করি। আমাকে অনেকেই মজা করে ব্ল্যাক ব্যাড পিট বলে থাকেন। সেইসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছিলেন, তিনি নারীদের সঙ্গে ডেট করতে এবং শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে ভালোবাসেন। ইতিমধ্যেই ৫০০ থেকে ৬৫০ নারীর সঙ্গে তিনি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছেন।

সবশেষে বেস্ট জানান, নারীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করা কিংবা তাদের সঙ্গে ডেট করতে গেলেও, সেটার প্রভাব কোনওদিনও খেলার উপরে পড়তে দেননি। তিনি স্বীকার করেছেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাতে কী হয়েছে সেই সবের কোনও প্রভাব তার উপর থাকে না। টিনো বেস্টের দাবি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলে তার থেকে কঠোর অনুশীলন আর কেউ করতে পারেনা।

টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে তিনি শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২০১৪ সালে। দেশের হয়ে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে খেলেছেন টিনো বেস্ট। এর মধ্যে ২৫টি টেস্ট, ২৩টি একদিনের ম্যাচ ও ৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। তবে বরাবরই মাঠের বাইরের বিভিন্ন কাণ্ড নিয়ে তিনি আলোচনায় থাকতেন।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল যথেষ্ট কঠিন সময় পার করছে। চলতি বছর তারা একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এমনকি, গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপেও তাদের দেখা যায়নি।

বোলারদের দুর্দিনে
পাকিস্তানকে ৪০০ রান করতে বললেন রমিজ রাজা

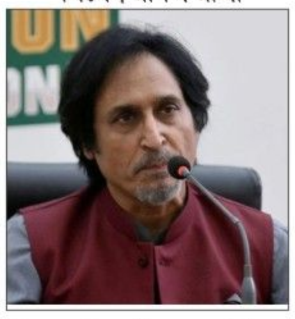

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ থেকে সেরা ছন্দে নেই পাকিস্তান। ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৪৫ রান করেও হেরেছে পাকিস্তান। ম্যাচে নিউজিল্যান্ড পাঁচ উইকেট ও ৩৮ বল হাতে রেখেই জয় পায়। দলের বোলারদের এমন বাজে পারফরম্যান্সে হতাশ দেশটির সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজা। তার মতে এভাবে বোলিং করলে পাকিস্তানকে ম্যাচ জিততে ৪০০ রান করতে হবে।

কিউইদের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে হারের দায় বোলারদের ওপর দিলেন রমিজ রাজা। পাকিস্তানি টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রমিজ রাজা বলেন, 'আমি জানি, এটা শুধুই একটা প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল। কিন্তু জয় সব সময় জয়ই। আর জেতা একটা অভ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পাকিস্তান এখন হারার অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে গেছে। তারা প্রথমে এশিয়া কাপে হারল। আর এবার ৩৪৫ রান করেও হারল। তাদের (নিউজিল্যান্ড) রান তাড়া করে জেতাটা দারুণ ছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি উইকেট এমন হয়, অবশ্য ভারতের উইকেট সব সময় এমনই, আর বোলাররা যদি এভাবে ব্যর্থ হতে থাকে, তবে ব্যাটসম্যানদের এই উইকেটে ৪০০ রান করতে হবে। পাকিস্তানকে এখন কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে এবং ঝুঁকি নিতে হবে। আমরা তা করছি না। আমরা প্রথম ১০-১৫ ওভার রক্ষণাত্মকভাবে খেলছি, তারপর আক্রমণে যাচ্ছি।'

পাকিস্তান আগামী ৩ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। ৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাবর আজমদের বিশ্বকাপ অভিযান। আর ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান।

বিশ্বকাপ ধামাকা

কনওয়ে-রাচিনের বীরত্বে চার বছর পর
বিশ্ব মঞ্চেই ইংল্যান্ডকে হারাল কিউইরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র'র জোড়া সেঞ্চুরিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আজ প্রথম ম্যাচেই দুই প্রবল প্রতিপক্ষ মুখোমুখি হয়েছিল। ছবির মতো সুন্দর আমদাবাদের মাঠে শেষ হাসি শেষ হাসি হেসেছে কিউইরা। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে জো রুটের ৭৭ রানের ইনিংসের উপর ভর করে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৮২ রান তুলে ইংল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইল ইয়াং সাজঘরে ফিরলেও ইংলিশ বোলারদের উপর রীতিমতো ঝড় তুলে নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। এই দুই বাঁহাতি ব্যাটারের অবিচ্ছিন্ন ২৭৩ রানের জুটিতে ৮২ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় কিউইরা।

বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের দেয়া ২৮৩ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। স্যাম কারানের লেগ সাইডে বেরিয়ে যাওয়া বলে ব্যাট ছুঁইয়ে উইকেটরক্ষকের ক্যাচ হয়ে গোল্ডেন ডাকে সাজঘরে ফেরেন উইল ইয়াং। দ্বিতীয় ওভারে দলীয় ১০ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় কিউইরা।

ক্রিজে আসেন তরুণ অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্র। এরপর ইংলিশ বোলারদের ওপর ঝড় তোলেন দুই বাঁহাতি ব্যাটার কনওয়ে ও রবীন্দ্র। লক্ষ্য তাড়ায় নিউজিল্যান্ডকে আর কোনো বেগ পেতে দেননি কনওয়ে ও রাচিন জুটি।

দু'জনের অবিচ্ছিন্ন ২৭৩ রানের জুটিতে নিউজিল্যান্ড জয় পেয়েছে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। আদিল রশিদকে শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে চার মেরে মাত্র ৩৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন কনওয়ে।

পরের ৫০ রান পেতে তিনি খরচা করেছেন ৫০ বল। শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত ছিলেন ১২১ বলে ১৫২ রান করে। ৩৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি পাওয়া রাচিন ৮২ বলে ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরির স্বাদ পান। ২৩ বছর বয়সী এই ব্যাটার শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৯৬ বলে ১২৩ রান করে।

ইংল্যান্ডের হাতে
শিরোপা দেখছেন গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালের পর ঘরের মাঠে আরেকটি বিশ্বকাপ দেখছে ভারত। যদিও সেবার উপমহাদেশের দুই দেশ বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে হয়েছিল বিশ্বকাপ। এবার পুরো বিশ্বকাপই হবে ভারতে। স্বাভাবিকভাবে বেশির ভাগ সাবেকের চোখে ভারতই বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট।

পাশাপাশি বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো সময়ের সেরা দুই ব্যাটারের শেষ বিশ্বকাপ। দু'জন তো বটেই, সতীর্থরাও তাদের জন্য বিশ্বকাপটা রাঙাতে চাইবেন। যদিও ভারতের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার বিশ্বকাপ শিরোপা ইংল্যান্ডের হাতে দেখছেন।

এবার বিশ্বকাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়নের তকমা নিয়ে এসেছে ইংলিশরা। গতবারের মতো এবারের দলেও দারুণ সমন্বয় আছে। গাভাস্কার ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন এ জন্য, 'বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডই বিশ্বকাপে ফেভারিট। কারণ, তাদের টপ অর্ডার আসলে পুরো ব্যাটিং অর্ডারেই ওই ধরনের (সেরা মানের) প্রতিভা আছে। তাদের দুই-তিনজন বিশ্বমানের অলরাউন্ডার আছে, যারা ব্যাট বা বল হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাদের বোলিং লাইনআপও খুব ভালো, অভিজ্ঞ বোলিং লাইনআপ। এই মুহূর্তে তাই আমার কাছে তারাই ফেভারিট।'

হায়দ্রাবাদের রেস্তোরাঁয় বাবর বাহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুশীলন ম্যাচের পর খানিকটা সময় পেয়েই হায়দ্রাবাদের রেস্তোরাঁয় খেতে গেল বাবর আজমের দল। পাকিস্তানের গোটা ক্রিকেট দলই সামিল হয় এই সফরে। ভক্তদের আবদারও মেটান বাবররা।

শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল পাকিস্তান। পরের দিন দলকে ছুটি দেওয়া হয়। সেই দিনই দলের সকালে মিলে একসঙ্গে খেতে গিয়েছিলেন। সকলেই খোশমেজাজে ছিলেন। ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলতেও দেখা যায় তাদের। রেস্তোরাঁয় পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। সকলকে মালা এবং গোলাপ ফুল দেওয়া হয়।

৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ। হায়দ্রবাদেই হবে সেই ম্যাচ। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলবেন তারা। দ্বিতীয় ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ১০ অক্টোবর হবে সেই ম্যাচ। তার পরেই ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান। ১৪ অক্টোবর হবে সেই ম্যাচ। এরপর অস্ট্রেলিয়া (২০ অক্টোবর), আফগানিস্তান (২৩ অক্টোবর), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৭ অক্টোবর), বাংলাদেশ (৩১ অক্টোবর), নিউজিল্যান্ড (৪ নভেম্বর) এবং ইংল্যান্ডের (১১ অক্টোবর) বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR